দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

অবসর সুবিধা-কল্যাণ

# অতিরিক্ত ৪% কাটার সিদ্ধান্ত বাতিল চান শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ চাঁদা কাটার সরকারি গেজেট ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে বাতিল করতে আলটিমেটাম দিয়েছেন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। তাদের প্রশ্ন– সরকার কার পরামর্শে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ টাকা কাটার সিদ্ধান্ত নিল?

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকরা জানান, বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে গেজেট বাতিল না হলে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ, অনশন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগাতার ধর্মঘট পালন করবেন তারা।

এতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল বাশার হাওলাদার বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গেজেট প্রকাশ করেছে, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টে ২ শতাংশ করে ৪ শতাংশ অতিরিক্ত চাঁদা কাটা হবে। কিছু সুবিধাভোগী ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী বিতর্কিত শিক্ষক নেতার হঠকারী পরামর্শে এ ধরনের সিদ্ধান্তে শিক্ষক সমাজ হতাশ।

অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য আগের ৪ ও ২ শতাংশ করে ৬ শতাংশ চাঁদা কাটার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, বিধি অনুসারে এই চাঁদার টাকার সঙ্গে সরকারি বরাদ্দ মিলিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরকালীন টাকা স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করা হবে। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসরকালীন টাকা ৩-৪ বছরেও পাচ্ছেন না। এমনকি অনেকে জীবদ্দশায়ও পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় আবার অতিরিক্ত ৪ ভাগ চাঁদা কাটার খড়্গ। এটা যেন মড়ার ওপর খাড়ার ঘা। এই অমানবিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টে অতিরিক্ত চাঁদা কর্তনে প্রকাশিত গেজেট বাতিলের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

## অতিরিক্ত ৪% কাটার সিদ্ধান্ত বাতিল

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) পাশাপাশি এমপিওভুক্তিতে হয়রানি বন্ধ ও সর্বোপরি চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানান আবুল বাশার। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা তো ৬ শতাংশ দিচ্ছিই। তার ওপর এটা অতিরিক্ত আদায় করা হবে কেন? আইনের বাইরে গিয়ে আদায় করতে গেলে সেটা তো মন্ত্রিসভা হয়ে নীতিমালার আকারে প্রকাশ হওয়া উচিত। তা না করে কিছু সুবিধাভোগী শিক্ষক নেতার পরামর্শে হুট করে গেজেট প্রকাশ করেছে মন্ত্রণালয়। আমরা সেটা মেনে নিতে পারি না। সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে শিক্ষক সমিতির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব জসিম উদ্দিন সিকদার, সাংগঠনিক সচিব রেজাউল করিম, বেসরকারি মাধ্যমিক প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুল হক গাজী, শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শুভাষ চন্দ্র সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।